بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

২১ চৈত্র ১৪১৭
০৪ এপ্রিল ২০১১

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাটকা নিধন রোধকল্পে 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১১' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, প্রাণিজ আমিষের যোগান এবং দারিদ্র্য বিমোচনে আবহমানকাল থেকে ইলিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমি জানতে পেরেছি একক প্রজাতি হিসেবে এ মাছ সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশের মৎস্য উৎপাদনে এককভাবে ইলিশের অবদান শতকরা প্রায় ১২ ভাগ। এ প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য "জাটকা মাছ রক্ষা পেলে, খাদ্য অর্থ দুই-ই মেলে" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আজকের জাটকাই আগামী দিনের আমাদের সকলের অতি প্রিয় বড় ইলিশ। দেশে ইলিশ উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয়ভাবে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জনপ্রশাসন, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে অপরিহার্য। আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১১ সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে- এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১১' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

জাটকা রক্ষা কর্মসূচি ও ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বর্তমান সরকারের একটি ইতিবাচক উদ্যোগ

মোঃ মাহবুবুর রহমান খান
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। বাঙালীর সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর গর্বের সাথে মিশে আছে ইলিশের স্বাদ, গন্ধ আর রূপ। জাতীয় অর্থনীতিতে ইলিশ মাছের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বাঙালী জাতির কাছে ইলিশের আবেদনও নিঃসন্দেহে কোন অংশে কম নয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রধান ইলিশ আহরণকারী দেশ। সারাবিশ্বে ইলিশের সার্বিক উৎপাদন প্রায় ৫.০-৬.০ লক্ষ মে. টন। এর মধ্যে বাংলাদেশের অবদান ৫০-৬০%। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩.১৩ লক্ষ মে. টন ইলিশ আহরিত হয়, যা একক প্রজাতি হিসেবে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে সর্বোচ্চ অবদান (১২%)। ইলিশ দেখতে যেমন সুন্দর, খেতে যেমন সুস্বাদু, পুষ্টিগুণে তেমনি অতুলনীয়। এ মাছে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মাত্রায় আমিষ, চর্বি, শর্করা ও মিনারেলস বিদ্যমান। ইলিশের চর্বিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও ডি থাকে এবং ওমেগা-৩ নামক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড রয়েছে, যা মানুষের রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রায় ৫ লক্ষ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক পরিবহন, বিপণন, বাজারজাতকরণ, জাল-নৌকা তৈরি, বরফ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি ইত্যাদি কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে অধিক সংখ্যক লোকের নির্ভরতা জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ, জাল নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি ও যান্ত্রিকায়ন, অবৈধ কারেন্ট জালের ব্যবহার, নদ-নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস ও গতিপথ পরিবর্তন, প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস, পলি ভরাট, জলজ পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণে চলতি দশকের শুরুতে এ মাছের উৎপাদনে নিম্নমুখী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই ঐতিহ্যবাহী ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর সাম্প্রতিক সময়ে 'জাটকা রক্ষা কর্মসূচি' এবং 'জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প' এর মাধ্যমে জাটকা সংরক্ষণ, ডিমওয়ালা মাছ রক্ষা করে অবাধ প্রজননের সুযোগ সৃষ্টি, মৎস্য সংরক্ষণ আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, দরিদ্র জেলেদের আপদকালীন খাদ্য সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের এক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ চৈত্র ১৪১৭
০৪ এপ্রিল ২০১১

বাণী

জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪-১০ এপ্রিল ২০১১ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও প্রাণিজ আমিষের যোগানে একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। ইলিশের দেশ হিসেবে বিশ্বজুড়ে আমাদের পরিচিতি রয়েছে।

প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ইলিশের উৎসই হল জাটকা। জাটকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে বড় ইলিশের প্রাপ্তি।

এ জন্য সরকার জাটকা আহরণ বা নিধন বন্ধ করার জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০-এ নতুন ধারা সংযোজন করেছে। ৪টি অভয়াশ্রম এলাকার নদ-নদীসমূহে নির্দিষ্ট সময়ে সকল প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জাটকা ধরার নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় মৎস্যজীবীদের দেওয়া খাদ্য সহায়তার পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জাটকা সংরক্ষণের মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১১ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

২১ চৈত্র ১৪১৭
০৪ এপ্রিল ২০১১

বাণী

নদীমাতৃক দেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। এদেশের মানুষের জীবন, জীবিকা তথা সার্বিক অর্থনীতিতে অনাদিকাল হতে ইলিশ এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের গুরুত্ব সর্বাধিক। দেশের মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ১২ ভাগ যোগান দিচ্ছে ইলিশ এবং মোট জাতীয় আয়ে ইলিশের অবদান শতকরা ১ ভাগ।

ইলিশ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। নানাবিধ প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে ইলিশের প্রজনন ও বিচরণস্থলের ঘটছে ব্যাপক বিপর্যয়। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতি মাত্রায় ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ, কারেন্ট জাল, নৌকার যান্ত্রিকায়ন, অধিক মাত্রায় জাটকা নিধন ইত্যাদি কারণে বিগত নব্বই দশক হতে ইলিশের উৎপাদন নিম্নমুখী হতে থাকে। এ ক্রমহ্রাসমান অবস্থার প্রেক্ষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা অতীব জরুরী। আজকের জাটকাই আগামী দিনের ইলিশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের দেশে যে পরিমাণ জাটকা অবৈধভাবে আহরিত হয় তার শতকরা ৩০ ভাগ রক্ষা করা সম্ভব হলে প্রতি বছর ১.০০ লক্ষ মে.টন অতিরিক্ত ইলিশ পাওয়া পেতে পারে। জাটকা রক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার চলমান ইলিশ ও জাটকা রক্ষা কর্মসূচি আরও ফলপ্রসূকরণে জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের ভিজিএফ কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধিকরণ, বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকরণ বিতরণ, গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নসহ সমন্বিত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করছে। ফলশ্রুতিতে গত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ইলিশের উৎপাদন ৩.১৩ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়েছে এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের জানুয়ারী পর্যন্ত ২.৮৪ লক্ষ মে. টন ইলিশ আহরিত হয়, যা অর্থবছর শেষে ৩.৪০ লক্ষ মে. টন ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। এ বছর ইলিশের প্রাপ্যতা ছিল সারা বাংলাদেশ চোখে পরার মত। চলতি বছরের কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করে জাটকাপ্রবণ নতুন ৫টি জেলাসহ মোট ১৫টি জেলাকে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমসমূহ যথাযথ ও স্বচ্ছভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে আশাতীত সুফল পাওয়া যাবে।

জাটকা রক্ষার মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় অন্যান্য বছরের মত মৎস্য অধিদপ্তর এ বছরও ০৪ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত দেশব্যাপী জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১১ উদযাপন করতে যাচ্ছে। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১১ এর প্রতিপাদ্য "জাটকা মাছ রক্ষা পেলে, খাদ্য অর্থ দুই-ই মেলে।" এ সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে জাটকা রক্ষা ও ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে সুফলভোগী সম্প্রদায় বিশেষ করে জাটকা জেলে, মৎস্যজীবী, ইলিশ ব্যবসায়ী, আড়ৎদার ও আপামর জনগণের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং নিবিড় প্রচারণার মাধ্যমে জাটকা রক্ষা এবং ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেবে।

আমি "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১১" এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস,এমপি

জেলেদের মাঝে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ভ্যানগাড়ী বিতরণ করছেন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস

জাটকা রক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য

জাটকা রক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে কার্যকরভাবে জাটকা আহরণ বন্ধ করে ইলিশ উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও তাঁদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং সর্বোপরি জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ।

জাটকা রক্ষার কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ

- কার্যকরভাবে জাটকা নিধন রোধ করে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে ইলিশ মাছ রক্ষা করে সফল প্রজননে সহায়তা করা ও জাটকার প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি;
- ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় সকল প্রকার মাছ রক্ষা করা এবং নদ-নদীর মাছের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি;
- জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা প্রদান;
- জাটকা আহরণে বিরত মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অব্যাহত রাখা;
- ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস এবং
- জাটকা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি করে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

জাটকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত কার্যক্রম

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

(ক) জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে:

- সরকার ঘোষিত ৪টি ইলিশ অভয়াশ্রমে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে সকল প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন তথা অভয়াশ্রম কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- জাটকা নিধন রোধে স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, পুলিশ ও র‌্যাব সহযোগে নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট সাত মাস নদ-নদী, মাছ ঘাট, হাট-বাজারে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও বিশেষ অভিযান/ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা। ২০১০-১১ অর্থবছরে মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের নিমিত্ত মোট ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অভিযান পরিচালনার কাজ চলছে। এতে প্রতি উপজেলায় অভিযান পরিচালনায় সার্বক্ষণিকভাবে একটি করে ট্রলার ভাড়ার ব্যবস্থা রয়েছে;
- ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাটকা আহরণে বিরত অতি দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমে ৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পভুক্ত ৪টি জেলার ২০টি উপজেলায় মোট ৪,৩৮৮ জন জেলে পরিবারের মাঝে উপকরণ বিতরন করা হয়। উপকরণ সমুহ হচ্ছে: গা, ছাগল, রিক্সা/ভ্যান, সেলাই মেশিন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, জাল তৈরী, হাঁস, মুরগি, গাছের চারা তৈরী, সবজি বাগান ও খাঁচায় মাছ চাষ। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত মনোনীত ৪৩৮৮ জন সুফলভোগীকে ২ দিনব্যাপি প্যাকেজ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪টি জেলার ২১টি উপজেলায় বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমে ৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৬,৮২৫ জন সুফলভোগীদের মাঝে উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম চলছে এবং বিকল্প কর্মসংস্থান ফলপ্রসূ করতে উক্ত সুফলভোগীদের ২ দিনব্যাপি প্যাকেজ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- জাটকা রক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টি ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের মুদ্রন সামগ্রি ও ভিডিও চিত্র নির্মান ও প্রচার করা করা হয়।

(খ) জাটকা রক্ষা কর্মসূচির আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে:

- জাটকা নিধন রোধে স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড, পুলিশ ও র‌্যাব সহযোগে নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট সাত মাস নদ-নদী, মাছ ঘাট, হাট-বাজারে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও বিশেষ অভিযান/ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা। জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম সর্বমোট ২০টি জেলার ৯১টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে;
- ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত চারটি পয়েন্টের প্রায় ৭০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় প্রতি বছর ১৫-২৪ অক্টোবর ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ আইন বাস্তবায়ন করা হয়। এ কার্যক্রম ৭টি জেলার ২১ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়ে থাকে;
- ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাটকা আহরণে বিরত অতি দরিদ্র জেলেদের পূর্ণবাসন কার্যক্রমে ২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ টি জেলার (বরিশাল, ঝালকাঠি, বরগুনা, পিরোজপুর, শরীয়তপুর, মুন্সিগঞ্জ) ৩৭ টি উপজেলায় মোট ১০,৩৫৮ জন জেলে পরিবারের মাঝে উপকরণ বিতরন করা হয়;
- জাটকা সংরক্ষণে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন।

(গ) খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাটকা সমৃদ্ধ ১০টি জেলার ৫৯টি উপজেলায় ১,৬৪,৭৪০ জন জাটকা আহরণে বিরত মৎস্যজীবী পরিবারের মধ্যে মাসিক ৩০ কেজি হারে ফেব্রুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত ৪ মাসের জন্য ১৯৭৬৮.৬০ মে. টন খাদ্য-শস্য প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১০-১১ অর্থবছরে ভিজিএফ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করে পূর্বের ১০টি জেলাসহ আরও ৫টি নতুন জেলায় সম্প্রসারিত করা হয়েছে। নতুন জেলাসমূহ হলো: নোয়াখালী, বাগেরহাট, মানিকগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও চট্টগ্রাম। নতুন ৫টি জেলার ২৬টি উপজেলায় আরো ২১,৫২৪ জন জেলে পরিবরাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে ২০১০-১১ অর্থবছরে ভিজিএফ আওতাভুক্ত ১৫টি জেলার মোট ৮৫টি উপজেলায় ভিজিএফ সুফলভোগীর সংখ্যা হয়েছে ১৮৬,২৬৪ জন এবং ভিজিএফ খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১৪,৪৭০.৬৪ মে.টন।

উক্ত কার্যক্রম ছাড়াও মৎস্য অধিদপ্তর ও সিএনআরএস-এর যৌথ উদ্যোগে চাঁদপুর জেলার সদর ও মতলব উত্তর উপজেলার জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান-এর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিএফআরআই-এর মাধ্যমে নিয়মিত গবেষণার মাধ্যমে জাটকা রক্ষা কর্মসূচির ফলাফল নিরূপণ ও সে মোতাবেক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

জাটকা রক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও বাস্তবায়ন কৌশল

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান সংস্থা হিসেবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। জাটকা রক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও টাস্কফোর্সের আওতায় জেলা প্রশাসন, নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ পুলিশ, র‌্যাব, জন প্রতিনিধি ও গণমান্য ব্যক্তিবর্গ সম্পৃক্ত আছেন। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইলিশ মাছের অভিপ্রয়াণ, প্রজনন, বিচরণক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রয়োগ করে জাটকা নিধন রোধ সময়সূচি নির্ধারণ, ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন এবং ভরা প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়কাল যুগোপযোগী করা হচ্ছে। এ ছাড়াও সিএনআরএসসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও মৎস্যজীবী সংগঠন ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

জাটকা রক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুফল

জাটকা রক্ষা কার্যক্রম পূর্বে শুরু হলেও বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে কার্যকরভাবে সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিশেষ করে দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অধিক সংখ্যক জেলে পরিবারকে ভিজিএফ প্রদানের ফলে তাঁদের অন্নের সংস্থান সুনিশ্চিত হওয়ায় তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জাটকা আহরণ থেকে বিরত থাকে। ফলশ্রুতিতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ৩.১৩ লক্ষ মে.টনে। উল্লেখ্য যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২.৯০ লক্ষ মে. টন। সে মোতাবেক বিগত ২ বছরে প্রায় ২৩,০০০ মে. টন অতিরিক্ত ইলিশ উৎপাদিত হয়, যার আর্থিক মূল্য ৫৭৫ কোটি টাকা (গড়ে প্রতি কেজি ২৫০ টাকা হিসেবে)।

বছর ভিত্তিক ইলিশ উৎপাদন

চলতি অর্থবছরে (২০১০-১১) জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ২.৮৪ লক্ষ মে. টন ইলিশ আহরিত হয়, যা অর্থবছর শেষে ৩.৪০ লক্ষ মে. টন ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। এ বছর ইলিশের প্রাপ্যতা ছিল সারা বাংলাদেশে চোখে পরার মত। মোট আহরিত ইলিশের মধ্যে ২০১১ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৬,৮৯৮ মে.টন রপ্তানি করে আয় হয়েছে ২৮০ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩,১০৭ মে. টন ইলিশ থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ১২৫ কোটি টাকা। বর্তমান বছরের প্রথম ৭ মাসের রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

ইলিশ আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী ও মৎস্য ব্যবসায়ীগণ এ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সুফলভোগী। কাজেই এ সম্পদের সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষ সুফলভোগীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা একান্ত প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইলিশ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যক্ষ সুফলভোগীদের জীবনমান কার্যকরভাবে উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের জীবনমান বিশ্লেষণ, বিদ্যমান সম্পদ নিরূপণ এবং দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ইলিশের উৎপাদন জলজ পরিবেশ ও নদ-নদীতে পানি প্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জলজ পরিবেশ ক্রমাগতভাবে দূষিত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে জলজ পরিবেশের ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলী। ফলে ইলিশসহ দেশের অন্যান্য মৎস্য সম্পদের জন্য হুমকির সৃষ্টি হচ্ছে।

এ লক্ষ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইলিশ মাছের অনন্য অবদান ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে ধারাবাহিক ও নিবিড়ভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

ইলিশ সম্পদের উন্নয়ন অরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে নিম্নরূপ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে:

- জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্পের কার্যক্রম ১৫টি জেলায় সম্পসারণ করে জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের পরিধি বৃদ্ধি করা;
- ভিজিএফ সুফলভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভিজিএফ খাদ্যের পরিমান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধকরণ।

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১১

জাটকা রক্ষা কার্যক্রম আরও অর্থবহ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও ৪-১০ এপ্রিল পালন করা হচ্ছে **'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১১'**। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে জাটকা রক্ষা ও ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে গণমানুষ বিশেষ করে জাটকা জেলে ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, ইলিশের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী, আড়ৎদার এবং অন্যান্যদের সচেতন করে তোলা এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়া।

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১১ উদ্‌যাপনকল্পে কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণামূলক কর্মসূচি পালন করা হবে। এ বছরের জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য হচ্ছে **'জাটকা মাছ রক্ষা পেলে, খাদ্য অর্থ দুই-ই মেলে'**। আশা করি দেশের আপামর জনগণ ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রত্যাশিত ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও সচেতন হবেন। মৎস্যজীবীসহ ইলিশ সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসায়ীমহল জাটকা রক্ষা সংক্রান্ত আইন মেনে চলায় সচেষ্ট হবেন এবং দেশের অন্যতম প্রধান নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

২১ চৈত্র ১৪১৭
০৪ এপ্রিল ২০১১

বাণী

আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ একক প্রজাতি হিসেবে সর্ববৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য সম্পদ। দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানসহ আমিষ সরবরাহে ইলিশ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। সারা পৃথিবীতে আহরিত মোট ইলিশের মধ্যে আমাদের দেশে আহরিত ইলিশের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ। অধিক মাত্রায় ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ, নির্বিচারে জাটকা নিধন এবং প্রাকৃতিক কারণে ইলিশ মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র ক্রমহ্রাসমান বিধায় মূল্যবান ইলিশ সম্পদ রক্ষার জন্য জাটকা নিধন রোধের কোন বিকল্প নেই।

আমাদের দেশের জাটকা আহরণকারী জেলেরা সামাজিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর সম্প্রদায়। মাছ ধরাই তাদের জীবিকায়নের একমাত্র অবলম্বন। শুধুমাত্র আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জাটকা আহরণ থেকে বিরত রাখা ছিল দুরূহ কাজ। আমাদের দেশে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি হতে মে মাস পর্যন্ত বিভিন্ন নদ-নদীতে জাটকা মাছের প্রাচুর্যতা দেখা যায়। সরকার ইলিশের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তবভিত্তিক কর্মপন্থা গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত চার মাস গরীব জেলেদেরকে জাটকা আহরণ থেকে বিরত রাখতে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করে এবং জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানে ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিভিন্ন উপকরণ/অর্থ অনুদান দিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণা, সভা/সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও ইলিশের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী, আড়ৎদারদের সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য প্রতি বছর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন করে আসছে। ফলে গত মৌসুমে আমাদের দেশে ইলিশের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে বরাবরের ন্যায় সরকার এবারও ৪ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত **'জাটকা মাছ রক্ষা পেলে, খাদ্য অর্থ দুই-ই মেলে'** এই প্রতিপাদ্য শ্লোগানে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১১ উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১১ এর গৃহীত কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আপামর জনগণ, বিশেষ করে মৎস্যজীবী, স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, পুলিশ, র‌্যাব, আনসার, ভিডিপি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত

সৌজন্যে ঃ giz

COOPERATION
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ